গঠনতন্ত্র

বাজিতপুর থানার অন্তর্গত স্থায়ী বাসিন্দাদের সমন্বয়ে গঠিত এ অ্যালায়েন্স নিম্নোক্ত পয়েন্ট/ধারা/নীতিমালা এর আলোকে পরিচালিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল:

১। **সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও প্রবর্তন :**

(ক) নাম : বাজিতপুর ফ্রেন্ডস প্রপার্টি অ্যালায়েন্স (সংক্ষিপ্ত-BFPA)"।

(খ) প্রতিষ্ঠা : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রি.

(গ) কার্যালয়: .....,বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ।

(ঘ) মটো : "**ঐক্যই শক্তি, উন্নয়নই সমৃদ্ধি**"

(ঙ) কার্যক্রম : অ্যালায়েন্স এর কার্যক্রম বাজিতপুর এবং পার্শবর্তী উপজেলায় পরিচালিত হইবে।

২। **উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য :**

(ক) উদ্দেশ্য : জমি ক্রয়-বিক্রয়, উৎপাদন, বিপণন, শিল্প, ব্যবসা, কৃষি, সেবা খাত ও তথ্যপ্রযুক্তি ইত্যাদি লাভজনক কার্যক্রমে বিনিয়োগ করা।

(খ) লক্ষ্য :

(১) আবাসন প্রকল্প গড়ে তুলা।

(২) শপিংমল বা সুপারশপ।

(৩) বাণিজ্যিক ভবন নির্মান।

(৪) শিক্ষা/স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান।

(৫) অনলাইন/লোকাল সার্ভিস সেন্টার।

(৬) রিসোর্ট/পার্ক/রেস্টুরেন্ট

(৭) ইত্যাদি।

৩। **সদস্যপদ :**

(১) সদস্য হওয়ার যোগ্যতা :

(ক) বয়স : ন্যূনতম ১৮ বছর।

(খ) শিক্ষাগত যোগ্যতা : ন্যূনতম এসএসসি।

(গ) নাগরিক : বাজিতপুর থানার অন্তর্গত স্থায়ী বাসিন্দা।

(ঘ) পেশা : সরকারি/বেসরকারি চাকুরীজীবী ও অন্যান্য।

(ঙ) সদস্যপদ- কোন সদস্য নিজ নামে একাদিক সদস্যপদ গ্রহণ করিতে পারিবে না।

(২) সদস্যপদ স্থগিত/বাতিল :

(ক) গঠনতন্ত্র এবং অ্যালায়েন্স স্বার্থবিরোধী কোন কার্যক্রমে জড়িত হইলে।

(খ) অ্যালায়েন্স এর কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে।

(গ) মাসিক/এককালীন ডিপোজিট প্রদান না করিলে।

(ঘ) অ্যালায়েন্স এর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করিলে।

(ঙ) রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার বা রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করিলে।

(৩) বাতিল/স্বেচ্ছায় বাতিলকৃত সদস্যের আর্থিক হিসাব :

(ক) অ্যালায়েন্স এর কোন সদস্য ১০ (দশ) বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সদস্যপদ হারালে/বাতিল করলে কার্যনির্বাহী কমিটি প্রধানের বরাবর আবেদনপূর্বক নিম্নরূপ হারে কর্তন সাপেক্ষে সদস্যপদ নিষ্পত্তি করা হইবে:

(১) ০-৫ বছর : জমাকৃত মূল অর্থের ১০% কর্তন হইবে।
(২) ৫-১০ বছর : জমাকৃত মূল অর্থের ০৫% কর্তন হইবে।
(৩) সদস্য পদ বাতিল হওয়ার ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে টাকা পরিশোধ করা হইবে।

(খ) কার্যনির্বাহী কমিটি প্রধানের বরাবর আবেদনপূর্বক কোন সদস্য অ্যালায়েন্স এর যাবতীয় শর্ত ও যোগ্যতা পূরণ সাপেক্ষে নতুন সদস্য অর্ন্তভুক্ত করার মাধ্যমে সদস্যপদ হস্তান্তর করিতে পারিবে।

(গ) অ্যালায়েন্স এর কোন সদস্য মৃত/পাগল/দেওলিয়া হইলে ঐ সদস্যের নমিনিকে সদস্যদের স্থলাভিষিক্ত করা হইবে বা নমিনির আবেদন সাপেক্ষে কার্যনির্বাহী কমিটি সম্পূর্ণ টাকা বুঝিয়ে দিবে। উল্লেখ্য নমিনি নাবালক হইলে তাহার নামে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে এফডিআর করে দেওয়া হইবে যা নমিনির ১৮ বছর পূরণ হওয়া সাপেক্ষে উত্তোলন করিতে পারিবেন।

৪। **সংগঠন কাঠামো :**

অ্যালায়েন্স এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কার্যনির্বাহী কমিটি নিম্নরূপ:

(১) পদবীসমূহ:

(ক) সভাপতি-১ জন
(খ) সহ-সভাপতি-১ জন
(গ) সাধারণ সম্পাদক-১ জন
(ঘ) যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক-১ জন
(ঙ) সাংগঠনিক সম্পাদক-১ জন
(চ) কোষাধ্যক্ষ-১ জন
(ছ) প্রচার সম্পাদক-১ জন
(জ) বিনিয়োগ সম্পাদক-১ জন
(ঝ) কার্যকরী সদস্যবৃন্দ-৩ জন

৫। **অ্যালায়েন্স পরিচালনা :**

(১) প্রতিষ্ঠা কমিটি আগামী ২ (দুই) বছর বলবৎ থাকবে। পরবর্তীতে প্রতি ১ (এক) বছর অন্তর সকল সদস্যের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের (নির্বাচন/সম্মতি) মাধ্যমে নতুন কমিটি নির্ধারণ করা হইবে। এক্ষেত্রে বলবৎ কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন কমিশন/কাউন্সিলর এর দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) পরিচালনা কমিটি সর্বপ্রকার ব্যক্তিস্বার্থ পরিহার করে শতভাগ আমানতদারিতা, দায়িত্বশীলতা ও ন্যায়নিষ্ঠার সহিত অ্যালায়েন্স পরিচালনা করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) বার্ষিক সাধারণ সম্মেলনে কার্যনির্বাহী কমিটির পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম সদস্যদের সামনে উপস্থাপন করিবে এবং কার্যকাল শেষে বিদায়ী কমিটি নতুন কমিটির নিকট দ্বায়িত হস্তান্তর করিবে।

(৪) অ্যালায়েন্স পরিচালনা কমিটি সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত থাকিবে। এক্ষেত্রে কোনো সদস্য কোন রাজনৈতিক দলের পদধারী বা সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক কার্যক্রমে জড়িত হইলে কার্যনির্বাহী কমিটিতে যুক্ত থাকিতে পারিবেন না অথবা পদত্যাগ করিতে হইবে।

(৫) অ্যালায়েন্স কতৃর্ক ধর্মীয় অনুভুতিতে আঘাত হানে অথবা অসামজিক কোনো ধরনের কাজ/সিদ্ধান্ত/কার্যক্রম সংঘঠিত করা যাইবে না।

(৬) অ্যালায়েন্স কর্তৃক কোন প্রকার সুদ/সুদি কার্যক্রমে যুক্ত হওয়া যাইবে না। তবে ব্যাংক হতে প্রাপ্ত সুদ/এফডিআর মুনাফা অসহায় হতদরিদ্রদের পুনর্বাসন/জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হইবে।

(৭) অ্যালায়েন্স এর সকল সদস্যবৃন্দ একে অন্যের প্রতি সৌজন্যমূলক ও সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করতে বাধ্য থাকিবে এবং সর্বাবস্থায় অ্যালায়েন্স এর শৃঙ্খলা বজায় রাখার চেষ্টা করিবে।

(৮) অ্যালায়েন্স পরিচালনায় আকস্মিক কোন সমস্যার উদ্ভব হলে সম্মিলিতভাবে তা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে, কোন অবস্থাতেই সমালোচনা/দোষারোপ, দায় এড়ানোর প্রবণতা পরিহার করিতে হইবে।

(৯) অ্যালায়েন্স এর ভাবমূর্তি রক্ষায় ৮৫% সদস্যের রায়ের ভিত্তিতে যেকোনো অবস্থায়/পরিস্থিতিতে বলবৎ কমিটি স্থগিত/বাতিল করা যাইবে। এক্ষেত্রে অ্যালায়েন্স এর প্রাথমিক উদ্যোক্তাগণ নির্বাচন কমিশন/কাউন্সিলর এর দায়িত্ব পালন করিবেন।

(১০) যৌথ ব্যাংক হিসাবধারী, কার্যনির্বাহী কমিটি ও বিনিয়োগ প্যানেল কর্তৃক অ্যালায়েন্স এর স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতা বিহীন ব্যয়ভার অ্যালায়েন্স বহন করিবেন না।

(১১) অ্যালায়েন্স এর স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে পরিচালনা/নীতি-নির্ধারনী/কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

(১২) যে কোন জরুরী পরিস্থিতি/বিষয়ে অ্যালায়েন্স কার্যনির্বাহী কমিটি অ্যালায়েন্স এর স্বার্থ/ভাবমূর্তি রক্ষার্থে সাধারণ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ইখতিয়ার রাখিবে।

৬। **সভা :**

(১) সাধারণ সভা: বছরে অন্তত ২ বার অনলাইন/অফলাইন এ অনুষ্ঠিত হইবে এবং উক্ত সভায় অ্যালায়েন্স এর সকল প্রকার আয়-ব্যয় ও অগ্রগতি উপস্থাপন করিবে।

(২) কার্যনির্বাহী সভা: প্রতি ৩ মাস অন্তর অনলাইন/অফলাইন এ অনুষ্ঠিত হইবে ।

(৩) জরুরি সভা: সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক প্রয়োজন সাপেক্ষে আহ্বান করিতে পারিবেন। এতদসত্ত্বেও বলবৎ কমিটি বিলুপ্তি করার উদ্দেশ্যে ৭০% সদস্যবৃন্দের সম্মতিতে জরুরি সভা আয়োজন করা যাইবে।

৭। **অর্থনীতি, বিনিয়োগ ও অডিট:**

(১) অর্থনীতি :

(ক) অ্যালায়েন্স এর মাসিক ডিপোজিট নির্ধারিত হারে প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে বাধ্যতামূলক জমা প্রদান করিতে হইবে।

(খ) এককালীন ডিপোজিট প্রতি মাসে অথবা যেকোন সময় যেকোন পরিমাণ জমা করিতে পারিবে।

(গ) অ্যালায়েন্স এর যৌথ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হিসাবে সমুদয় সকল অর্থ জমা থাকিবে।

(ঘ) প্রতিষ্ঠাকালীন যৌথ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হিসাবধারীগণ অ্যালায়েন্স এর নিবন্ধন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকিবেন।

(ঙ) যৌথ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হিসাবধারীগণ শতভাগ আমানতদারিতা ও ন্যায়নিষ্ঠার সহিত অ্যাকাউন্ট হিসাব পরিচালনা করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(চ) অ্যালায়েন্স এর যৌথ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হিসাবের নমিনি অ্যালায়েন্স এর সদস্যগণের মধ্যে হইতে থাকিবে।

(ছ) যৌথ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হিসাবধারী/ হিসাবধারীগণ এর বিরুদ্ধে গঠনতন্ত্র বিরোধী কোন কার্যক্রমের অভিযোগ প্রমানিত হইলে জরুরি সভার মাধ্যমে কার্যনির্বাহী কমিটি ৮০% সদস্যবৃন্দের সম্মতি অনুযায়ী যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(জ) যৌথ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হিসাবধারী/ হিসাবধারীগণ এর বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ, অর্থনৈতিক চলচাতুরি বা আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ প্রমানিত হইলে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী অ্যালায়েন্স এর সকল সদস্যগণ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) বিনিয়োগ :

(ক) অ্যালায়েন্স এর কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে বিনিয়োগ প্যানেল বিভিন্ন খাতে (যেমন জমি ক্রয়-বিক্রয়, কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, রিয়েল এস্টেট, সেবা খাত, পরিবহন ও তথ্যপ্রযুক্তি ইত্যাদি) বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

(খ) অ্যালায়েন্স এর নিবন্ধন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ প্যানেল পাওয়ার অব অ্যাটর্নি (Power of attorney) বা আমমোক্তারনামা গ্রহণকারী হইবে।

(গ) বিনিয়োগ প্যানেল সর্বপ্রকার ব্যক্তিস্বার্থ পরিহার করে শতভাগ আমানতদারিতা ও ন্যায়নিষ্ঠার সহিত বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(ঘ) অ্যালাযেন্স এর যৌথ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হিসাবধারীগণ এবং অন্য কোন সদস্য একাদিক পাওয়ার অব অ্যাটর্নি (Power of attorney) বা আমমোক্তারনামা গ্রহণ করিতে পারিবে না।

(ঙ) পাওয়ার অব অ্যাটর্নি (Power of attorney) বা আমমোক্তারনামা গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার জালিয়াতি বা অ্যালায়েন্স স্বার্থবিরোধী কোন প্রকার কার্যক্রম প্রমানিত হইলে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী অ্যালায়েন্স এর সকল সদস্যগণ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) অডিট:

(ক) অ্যালায়েন্স কার্যনির্বাহী কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভার পূর্বে একটি বিশিষ্ট অডিট প্যানেল অনুমোধন করিবেন।

(খ) অ্যালায়েন্স কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে অডিট প্যানেল যৌথ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হিসাবধারীগণ ও কোষাধক্ষ্যের এর যাবতীয় হিসাব-নিকাশ যাচাই-বাচাই এবং বিনিয়োগ প্যানেলের সকল কার্যক্রম যাচাই-বাচাই ও পর্যবেক্ষণপূর্বক বার্ষিক সভায় প্রতিবেদন উপস্থাপন করিবেন।

৮। **শাস্তিমূলক ব্যবস্থা :**

(১) কোনো সদস্য গঠনতন্ত্র বিরোধী কার্যক্রমে লিপ্ত হইলে তাহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। শাস্তির ধরণ হতে পারে: তিরস্কারের সহিত সতর্কবার্তা, সদস্যপদ স্থগিতকরণ, স্থায়ীভাবে বহিষ্কারাদেশ প্রদান।

(২) কোন সদস্যকে স্থায়ীভাবে বাতিল/বহিষ্কার করতে ৭০% সদস্যের সম্মতি থাকা আবশ্যক।

৯। **সংশোধন ও সংযোজন :**

(১) প্রয়োজনবোধে সাধারণ সভার মাধ্যমে গঠনতন্ত্রের কোনো ধারা সংশোধন ও সংযোজন করা যাইবে।

(২) গঠনতন্ত্র সংশোধন/সংযোজনের জন্য উপস্থিত সদস্যদের ৮০% সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত থাকিতে হইবে।

১০। **বিলুপ্তি :**

(১) বিশেষ কোনো জরুরি কারণে অ্যালায়েন্স বিলুপ্ত করিতে হইলে কার্যনির্বাহী কমিটি সাধারণ সভার মাধ্যমে বিলুপ্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) বিলুপ্তির পর অ্যালায়েন্স এর সমুদয় অর্থ ও সম্পদ সদস্যদের মধ্যে সমহারে বণ্টন করা হইবে।

১১। **কার্যকারিতা :**

(১) এ গঠনতন্ত্র সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকর হইবে।

(২) সকল সদস্যকে আবশ্যকভাবে গঠনতন্ত্র মেনে চলিতে হইবে।

(৩) অ্যালায়েন্স এর সকল সদস্যের কার্যনির্বাহী কমিটির প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস থাকা বাঞ্চনীয়।